একুশ মানে : বাংলা বলার প্রতিশ্রুতি
একুশ মানে : বাড়িয়ে দেয়া বন্ধুত্বের হাত
একুশ মানে : সত্য জয়ের অধিকার
একুশ মানে : সরাসরি কথা বলা
একুশ মানে : দেশের প্রতি নি:শর্ত ভালোবাসা
একুশ মানে : নন্দিত মনের সুন্দর ভুবন

একুশ নিউজ মিডিয়া
Ekush News Media
6362-302 Hollywood Blvd, Hollywood, CA 90028
Phone:: (818) 941 3876 / (213) 925 4652
Fax (877) 226-4524

আমাদের সংস্কৃতির অসীম অহংকার

একুশ

পশ্চিম উপকূলের বাংলা পত্রিকা
Bangla Newspaper From West Coast

ইন্সুরেন্স এজেন্টের সন্দেহজনক আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখুন

আরকার কলাম

ইন্সুরেন্স এজেন্টের যে কোন সন্দেহজনক আচরণের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পেলে স্টেটের হেল্প হটলাইন **1-800-927-4357** নম্বরে ফোন করুন।
গুরুত্ব বিচারে জীবন বীমা সাধারণতঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান ধারণ করে। সাধারণ জ্ঞান নির্ভর আজকের উপস্থাপনা এই জীবন বীমা প্রসঙ্গে।

▶পৃ..৩

আগামীতে আইনজীবিদের নিয়ে কথকথা

Ekush (Bengali Community Newspaper) Hollywood, California, USA ▲ Volume 02, Issue 11, October 2, 2007 ▲ www.ekush.info ▲ ২ অক্টোবর ২০০৭ মঙ্গলবার ▲ ১৯ রমজান ১৪২৮ ▲ ১৭ আশ্বিন ১৪১৪

প্রসঙ্গ ঃ

বালার নির্বাচন ও কোর্ট নির্দেশ

একুশ ডেস্ক

নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক বালার নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে কমিউনিটির মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে বিশেষ করে পুরাতন মানুষের মাঝে। কারণ বালার ক্ষত বা মর্ম নবীনদের থেকে পুরাতনেরাই বেশী বোঝে এবং উপভোগ করে। সেই কারণে শহরে নানা ধরণের কথাবার্তা হচ্ছে। জাহিদুল মাহমুদ জামি বললেন, যে যাই বলুক না কেনো আমরা বালার নির্বাচন কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক ও গঠনতন্ত্র অনুযায়ী করবো।

কমিশনার সাদ চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করা হলো, অনেকেই অভিযোগ করেছে তাদের ছাড়া কিভাবে নির্বাচন হয় ? অনেকে বলেছে, আমাদের শর্ত মোতাবেক নির্বাচন না হলে আমরা নির্বাচন হতে দেবো না ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে আপনার বক্তব্য কি ? সাদ চৌধুরী বললেন, প্রথমতঃ আমরা নির্বাচন করছি কোর্টের নির্দেশে। কোর্ট আমাদের উপর আদেশ দিয়েছে নির্বাচনের মাধ্যমে বালার একটি কমিটি প্রণয়ন করার। আমরা কোর্টের আদেশ পালন করছি মাত্র। এখানে কেউ যদি বাধার সৃষ্টি করে তবে তারা কোর্টকে অবমাননা করবেন এবং তার জন্য আইনের আওতায় পড়বেন। তিনি আরও বলেন, কেউ যদি আমাদের পরিচালিত নির্বাচন না মেনে বয়কট করেন, তা তাদের ব্যাপার কিন্তু আমাদের পরিচালিত প্রতিনিধিই হবে বালার স্বীকৃত কার্যকরী পরিষদ। এক্ষেত্রে কোন ধরণের উস্কানিমূলক আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়। কোর্টের নির্দেশ মতে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব রয়েছে, তবে কমিশনারবৃন্দ মনে করলে তাদের সহায়তার জন্য এবং প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির জন্য কমিউনিটি থেকে তাদের মতের ব্যক্তিদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করতে পারেন। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই নির্বাচনের জন্য চুড়ান্ত, যা চীফ কমিশনার কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে এবং হবে। এখানে কোন শর্তাবলীর বা দাবী দাওয়া প্রদানের সুযোগ নেই। কারণ আমরা সম্পূর্ণ কোর্টের নির্দেশ মেনে চলবো। এক্ষেত্রে সকলের কাছে আহ্বান, সবাই রেষারেষি, দলাদলি ভুলে গিয়ে প্যানেল ব্যতিরেকে আপনাদের পছন্দনীয় ব্যক্তিদের নির্বাচিত করে বালার কার্যকরী পরিষদ গঠনে সহায়তা করুন।
▶পৃ..৮

নির্বাচন কমিশনারদের সাথে এডভাইজরী কমিটির মিটিং

একুশ রিপোর্ট

গত ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ বালার চীফ নির্বাচনী কমিশনার লং বীচে নির্বাচনী সংক্রান্ত মিটিং করেন। উক্ত মিটিং-এ নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ এবং প্রস্তাবিত এডভাইজার কমিটির ব্যক্তিবর্গের সাথে এক্সক্লুসিভ মিটিং হয়। উক্ত মিটিং-এ চীফ নির্বাচনী কমিশনার অফিসিয়াল কোন প্রেস মিডিয়াকে আমন্ত্রণ না জানানোর ফলে বালার মিটিং-এ আলোচিত সংবাদ আমরা জানতে পারিনি বলে জনসাধারণকে অবহিত করতে পারছি না। বালা সর্বসাধারণের সংগঠন, এখানে মিডিয়াকে না ডাকার পিছনে কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা আমাদের জানা নেই। কিন্তু বালার নির্বাচনী কর্মকান্ড সার্বক্ষণিকভাবে মিডিয়া মনিটরের মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করা হবে বলে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপের পূর্বের মিটিং-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। নির্বাচনে স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে প্রেস মিডিয়ার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন বলে সর্বসাধারণ মনে করেন।

এ প্রসঙ্গে সাধারণ ও সচেতন সাউদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়াবাসীরা মনে করেন যে বালার সমস্ত কার্যক্রম জনগণের কাছে উন্মুক্ত থাকা প্রয়োজন যাতে নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে কোন প্রশ্ন না উঠে। জনগণকে এড়িয়ে কোন রকম টাউন হল মিটিং না
▶পৃ..৯

সর্বশেষ:

বালার নির্বাচন পিছিয়ে গেলো

বালার সাধারন নির্বাচন আগামী ২০ জুলাই ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত করার ঘোষনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। গঠনতন্ত্রের অজুহাত দেখিয়ে নিজস্ব জটিলতার বেড়াজালে নিমজ্জিত হয়ে বালার আগামী পহেলা ডিসেম্বরের নির্বাচন হওয়ার ঘোষনা থেকে নির্বাচন কমিশন সরে আসছে বলে অসমর্থিত সূত্রে জানা গেছে। বিশেষজ্ঞমহল মনে করেন দীর্ঘ এগারো বছর পরে বালার উজ্জীবন প্রক্রিয়ায় গঠনতন্ত্রের এই অজুহাত বালার উজ্জীবনকে শুধু দীর্ঘায়ীতই করবেনা বরং বালাকে আবারো সুপ্ত করে রাখার অপচেস্টা করার প্রক্রিয়ারই অশনি সংকেত। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের এক কমিশনার পদত্যাগ করলে শূন্য পদে অপরপক্ষের সম্মতি ছাড়া নতুন কমিশনার নিয়োগ করেছে বলে সূত্র জানায়, যা বিধিসম্মত নয়। নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পহেলা ডিসেম্বরের নির্বাচন না হওয়ার পিছনে গঠনতন্ত্রের যুক্তি ১১ বছরের অযৌক্তিক নীরবতাকেও ম্লান করে দিলো।

ব্যাংক ক্র্যাপসি বা দেউলিয়া ঘোষণা এখন দুর্নীতির পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে

একুশ ডেস্ক

বিত্তবান হওয়া মানুষের স্বপ্ন। আমেরিকান ড্রীম মানেই মেধা, যোগ্যতা ও সৌভাগ্যের দ্বারা নিজ ভাগ্য পরিবর্তন করে জীবনকে বিত্তের আবর্তে উপভোগ করা। এই স্বপ্ন কোন দোষের নয়। কিন্তু তা দোষণীয় হয় যখন দুর্নীতির আশ্রয়ে, শর্টকাট পথে তা অর্জন করতে যায়। জীবনের সফলতা কোন দুর্ঘটনা নয়, নিজ মেধা ও গুণে অর্জন করতে হয়। কিন্তু শর্টকাটে দ্রুত বিত্তশীল হওয়ার প্রবণতা অনেক মানুষের ভেতর রয়েছে। আমাদের কমিউনিটি জালিয়াতি, দুর্নীতি বা অসৎ পন্থায় উপার্জনে পিছিয়ে নেই। প্রথম শুরু হয়েছিল ইন্সুরেন্সের ধাক্কাধাক্কি দিয়ে। এত বছর পর খতিয়ে দেখা গেছে তাদের প্রায় সবাই অবশেষে ধরা পড়েছে, শ্রীঘরে গেছেন এবং উপার্জিত অর্থ রক্ষা করতে পারেন নি বা দেশ ত্যাগ করতে হয়েছে। কেউ কেউ যে উপকৃত হননি তা নয়। এমনিভাবে সুযোগ সন্ধানীগণ কর্মজীবনে, ব্যবসায়িক জীবনে ধান্দাবাজি করে যাচ্ছেন বিভিন্ন পন্থায় ও বিভিন্ন পেশায়। প্রশ্ন উঠতে পারে তাতে অন্যায় কি ? অবশ্য অন্যের কিছু আসে যায় না, যদি না কমিউনিটির বা দেশের বদনাম না হয়। কমিউনিটির একজন হয়ে ভবিষ্যত প্রজন্মের গোড়া মেরে দিলে নিশ্চয় জাতির মানুষ পছন্দ করবেন না।
▶পৃ..৮

ছবি: একুশ

বাংলা মসজিদ বলে খ্যাত আল-ফালাহ মসজিদে স্থানীয় বাংলাদেশ ট্যাক্সি এসোশিয়েশন আয়োজিত ইফতারী পর্বে মসজিদ কানায় কানায় পূর্ন হয়ে যায়।

‘দুর্নীতিবাজ’দের নতুন তালিকাপ্রকাশ

বিএনপির ২০, আওয়ামী লীগের ১১, এলডিপির ২, জামায়াতের ২ নেতা এবং ১২ জন ব্যবসায়ীর নাম রয়েছে

সন্দেহভাজন শীর্ষ দুর্নীতিবাজ হিসাবে আরও ৮০ ব্যক্তির নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তালিকার প্রথম নামটি ঢাকার মেয়র সাদেক হোসেন খোকার এবং দ্বিতীয় নামটি খুলনার মেয়র শেখ তৈয়বুর রহমান। তালিকায় আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে তোফায়েল আহমদ, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী ও খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইনের নাম রয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা বিচারপতি ফজলুল হকের নাম আছে এ তালিকায়। বিএনপি’র বেশ ক’জন সংস্কারপন্থী নেতার নামও এতে রয়েছে। তাছাড়া তালিকায় বেশ ক’জন সরকারি আমলা এবং প্রকৌশলীর নামও রয়েছে। সন্দেহভাজন দুর্নীতিবাজদের সর্বশেষ এ তালিকায় বিএনপি নেতা রয়েছেন ২০ জন ও আওয়ামী লীগের ১১ জন। এছাড়া কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদের নেতৃত্বাধীন এলডিপির ২ জন, জামায়াতে ইসলামীর ২ জন ও জাতীয় পার্টির একজন নেতা রয়েছেন। তালিকায় ১৭ জন আমলা, ৮ জন ইঞ্জিনিয়ার, ১২ জন ব্যবসায়ী ১ জন এনজিও সংগঠক, ১ জন সিবিএ নেতা, একজন পৌরসভা চেয়ারম্যান ও কয়েকজন ওয়ার্ড কমিশনার রয়েছেন। আছেন পলাতক বিএনপি নেতা হারিছ চৌধুরীর ব্যবসায়িক পার্টনার কৃষিবিদ জাভেদ ইকবাল ও প্রশিকার চেয়ারম্যান ডঃ কাজী ফারুক আহমেদ।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সন্দেহভাজন শীর্ষ দুর্নীতিবাজদের এটি তৃতীয় তালিকা। এর আগে দু’দফায় ৫০ জন করে মোট ১০০ জন সন্দেহভাজন শীর্ষ দুর্নীতিবাজের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। তাদের অনেকেই ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়ে জেল-হাজতে রয়েছেন। গুরুতর অপরাধ ও দুর্নীতি দমন জাতীয় সমন্বয় কমিটি গতকাল যে ৮০ জনের নামের তালিকা প্রকাশ করেছে এরমধ্যে আটক রয়েছেন অন্ততঃ ৬ ব্যক্তি। বাকিদের কেউ কেউ বিগত কয়েক মাস যাবৎ দেশের বাইরে অবস্থান করছেন।

তালিকায় বিএনপির ২ মেয়র ছাড়া আরও যেসব সন্দেহভাজন দুর্নীতিবাজের নাম রয়েছে, তারা হলেন সাবেক প্রবাসী কল্যাণ ও নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী মেজর (অবঃ) কামরুল ইসলাম, সাবেক জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশাররফ হোসেন, সাবেক ত্রাণ উপমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু, বিএনপি দলীয় সাবেক এমপি মেহেদী আহমেদ রুমী (কুষ্টিয়া), শহীদুল হক জামাল (বরিশাল), শহিদুল ইসলাম (ঝিনাইদহ), আবুল খায়ের ভূঁইয়া (লক্ষীপুর), ডাঃ দেওয়ান সালাহউদ্দিন বাবু (সাভার), ফজলুল হক মিলন (গাজীপুর), আব্দুল গফুর ভুঁইয়া (কুমিল্লা), ইলিয়াস আলী (সিলেট), অধ্যাপক জয়নাল আবেদীন ওরফে ভিপি জয়নাল (ফেনী) ও সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল (নরসিংদী)। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমদ, সাজেদা চৌধুরী ও খ ম জাহাঙ্গীর ছাড়া অন্য যাদের নাম রয়েছে তারা হলেন সাবেক এমপি আব্দুল লতিফ মির্জা, বরিশালের আওয়ামী লীগ নেতা শওকত হোসেন হীরন,
▶পৃ..৮

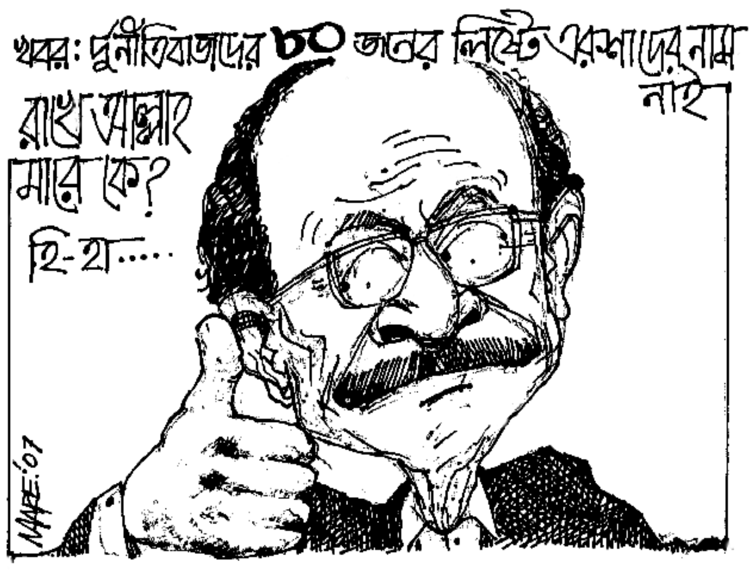

বিদেশী সাহায্য দেশের উন্নয়নকে অনেক সময় বাধাগ্রস্ত করে এবং দুর্নীতিতে আমাদের সাহায্য করেছে:

আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন

সোমবার বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষে গণপূর্ত ভবনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইন উপদেষ্টা বলেন, " আমাদের দেশে অনেক সম্পদ আছে। এর বাইরেও বিদেশ থেকে প্রচুর সম্পদ এসেছে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, বিদেশী সাহায্য আমাদের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। দুর্নীতি বাড়াতে সাহায্য করেছে। এসব বিদেশী সাহায্য নিয়ে লুটপাট হয়েছে।

ধনীদের বিবেক বলে কিছু নেই:

এনবিআর চেয়ারম্যান

সারাদেশে গত চার মাসে ৪০ হাজারেরও বেশি মানুষ কালো টাকা সাদা করার সুযোগ নিলেও সে তুলনায় বৈধ হয়েছে সামান্য পরিমাণ অর্থ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সোমবার ঘোষিত চূড়ান্ত তথ্য অনুযায়ী, গত চার মাসে সব মিলিয়ে ৪২ হাজার ৪৫৯ জন এ সুযোগ নিয়েছেন। বিপরীতে পাঁচ হাজার ২১৩ কোটি ৩২ লাখ টাকা বৈধ হয়েছে। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ এনবিআর চেয়ারম্যান বদিউর রহমান বলেছেন, "মধ্যবিত্তরা বিবেকের তাড়নায় সরকারের দেওয়া সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন। আর বিত্তশালীরা বিশাল অঙ্কের অবৈধ সম্পদ রেখে সাহস দেখিয়েছেন। এদের সাহস সব সময়ই বেশি থাকে। কিন্তু বিবেক বলে কিছু নেই।

খালেদা জিয়ার অন্তর্বর্তী জামিন মামলার কার্যক্রম স্থগিত

০ কোকো জামিন পায়নি
০ জরুরি ক্ষমতা বিধিমালায় অন্তর্ভুক্তকরণ কেন অবৈধ নয় ঃ কারণ দর্শাতে হাইকোর্টের রুল
০ তদন্ত চলবে

বিএনপি’র চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়ের করা আইসিডি কনটেইনার হ্যান্ডলিং সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছে হাইকোর্ট। একইসঙ্গে আদালত খালেদা জিয়া ও তার কনিষ্ঠ পুত্র আরাফাত রহমান কোকোর মামলার বিচারিক কার্যক্রম স্থগিত করেছে।
▶পৃ..৮

ঢাবিতে প্রথম পর্যায়ের ছাত্র আন্দোলন ছিল স্বতঃফূর্ত: কমিশন

ঢাকা, অক্টোবর ০১ (বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম) - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় আটক আরও দুই শিক্ষকের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান বলেছেন, "২০ আগস্ট খেলার মাঠের ঘটনার পর প্রথম দিকে ছাত্রদের আন্দোলন ছিল স্বতঃসূর্ত। পরে এটি অন্য খাতে প্রবাহিত হয়েছে।সাক্ষ্যদানকালে কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে শিক্ষকরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, দেশব্যাপী তীব্র ছাত্র বিক্ষোভের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংহতি প্রকাশ কোনো একক শিক্ষকের সিদ্ধান্তে হয়নি। এটা ছিল সকল শিক্ষকদের সংগঠন শিক্ষক সমিতির সার্বিক সিদ্ধান্ত। সুতরাং পুরো ঘটনার জন্য কোনো একক বা কয়েকজন শিক্ষককে দায়ী করা যাবে না।

২০ আগস্ট খেলার মাঠের ঘটনার পর প্রথম দিকে ছাত্রদের আন্দোলন ছিল স্বতঃফূর্ত। পরে এটি অন্য খাতে প্রবাহিত হয়েছে।

ছবি: ইন্টারনেট খবর ফোরাম

নজরুল বিভাগের উন্নয়নকল্পে নর্থরীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে সাংবাদিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি

‘‘গাহি সাম্যের গান, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহিয়ান’’।

মানুষের কবি কাজী নজরুল ইসলামের চিন্তা চেতনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নর্থরীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব রিলিজিয়াস স্টাডিজ নজরুলের সাহিত্য কর্মকে অন্তর্ভূক্ত করতে তৎপর হয়েছে। গত ২০০২ সনে ৮ম তম উত্তর আমেরিকার নজরুল সম্মেলনে এই প্রচেষ্টা দানা বাঁধে। ২০০৩ সনে প্রস্তাবিত নজরুল এনডাউমেন্ট ফান্ড সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রথমে ১৮,০০০ ডলারের এনডাউমেন্ট ফান্ড নিয়ে যাত্রা শুরু হয় এওয়ারনেস প্রোগ্রাম ও লেকচারশীপ প্রোগ্রাম। গত ৯/১১, ২০০৭ নর্থরীজ ইউনিভার্সিটির রিলিজিয়াস স্টাডিজ বিভাগ কমিউনিটির সাংবাদিক ও কয়েকজন প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিলো নজরুল বিভাগ উন্নয়নের অগ্রগতি প্রবাসী কমিউনিটির কাছে তুলে ধরা। সেই লক্ষ্যে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধিত্ব ছিলো ডঃ জয়নাল আবেদীন, জিলানী সাদেক, খন্দকার আলম ও পান্না খানসহ সাংবাদিকবৃন্দদের বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুরের ব্যবস্থা করেন। এই প্রকল্পে নজরুল এনডাউমেন্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠায় সহযোগী সংগঠন তরঙ্গ শিল্পগোষ্ঠীর পক্ষে ছিলেন
▶পৃ..৮

বাংলাদেশের দশ বছরের বালকের সাথে সমকামী কার্যে লিপ্ত থাকায় আমেরিকান ফেডারেল কর্মচারী আটক

একুশ ডেস্ক

গত ৫ সেপ্টেম্বর, বুধবার, ২০০৭ ফেডারেল কর্মচারী বাংলাদেশের দশ(১০) বছরের বালকের সাথে সমকামী কার্যে লিপ্ত থাকায় লস এঞ্জেলেস এয়ারপোর্টে উইলিয়াম নিউটন রুড (৬৪) নামক এক ব্যক্তিকে ইউএস মার্শাল চাইল্ড এবিউজ চার্জে গ্রেফতার করেছে। উল্লেখ্য যে, মিঃ উইলিয়াম বাংলাদেশের সরকারী প্রকল্পের একজন উপদেষ্টা ছিলো যখন তিনি উক্ত দশ বছরের বালকের সাথে সমকামী কার্যে লিপ্ত ছিলো।
▶পৃ..৮

সবাইকে ঈদ মোবারক।

মুনাজাত

কাজী নজরুল ইসলাম

আমারে সকল ক্ষুদ্রতা হতে
বাঁচাও প্রভূ উদার।
হে প্রভূ! শেখাও-নীচতার চেয়ে
নীচ পাপ নাহি আর।
যদি শতেক জন্ম পাপে হই পাপী,
যুগ-যুগান্ত নরকে ও যাপি,
জানি জানি প্রভূ,তারও আছে ক্ষমা-
ক্ষমা নাহি নীচতার।।
ক্ষুদ্র করো না হে প্রভূ আমার
হৃদয়ের পরিসর,
যেন হৃদয়ে সম ঠাই পায়
শত্রু-মিত্র-পরা।

নিন্দা না করি ঈর্ষায় কারো
অন্যের সুখে সুখ পাই আরো,
কাঁদি তারি তরে অশেষ দুঃখী
ক্ষুদ্র আত্মা তার।।

প্রার্থনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্ত যেথা ভয়শুন্য,উচ্ছ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত,যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গন তলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খন্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে উচ্ছসিয়া উঠে
যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি-
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি,পিতঃ,
ভারতের সেই সবর্গে করো জাগরিত।।

একতাবদ্ধ থাকাই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একমাত্র উপায়

ডঃ কাজী নাসির উদ্দীন

কোন একটি ধর্মের অনুসারীরা যখন সেই ধর্মের কোন বিধি নিষেধ পালন অথবা অনুষ্ঠান উদযাপনের ব্যাপারে একমত হইতে পারেন না তখন তাহারা নিজেদের ধর্মের প্রতি চরম অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। ধর্মের ব্যাপারে নিজেদেরকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া তাহারা এই সত্যটুকুই প্রতিষ্ঠিত করেন যে তাহাদের ধর্ম তাহাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে নাই। ইহার চাইতে চরম লজ্জা ও দুঃখজনক ব্যাপার আর কি হইতে পারে ?

যাহারা ধর্মের ব্যাপারে বাকবিতন্ডায় লিপ্ত হইয়া নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাহারা নিজেদেরকে ধর্মের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইতে অনেক দূরে সরাইয়া দেয়। তাহাদের ধর্ম, তাহাদের জীবন সমাজের উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হয় না। দূর্ভাগ্যজনকভাবে যাহারা বিভেদ সৃষ্টি করে তাহারা কিন্তু এই সত্যটুকু উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহারা মনে করে ধর্মের অনুশাসন ও উৎসবাদি পালনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তাহাদের একচ্ছত্র অধিকার রহিয়াছে। অধিকন্তু তাহারা মনে করে এই রকম দৃঢ় মনোভাব পোষণ করিয়া তাহারা যুগ যুগ ধরিয়া ধর্মকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে এবং পূণ্য অর্জন করিতেছে। এই রকম ধার্মিকদের বলা হয় ধর্মান্ধ।

এই ধর্মান্ধরা যুগ যুগ ধরিয়া নিজেদের ধর্মকে রক্ষা করিতে গিয়া ধর্মের যে অপরিসীম ক্ষতিসাধন করিয়াছে ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য। আজ যদি ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা নিজেদেরকে সিয়া, সুন্নী, আহমদী, ওয়াহাবী, বাহাইয়ী ও ইসমাইলী হিসেবে চিহ্নিত করিয়া দুর্বল না হইতো তাহা হইলে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সারা পৃথিবী জুড়িয়া এই অপমান ও দুঃখের বোঝা বহন করিতে হইতো না। ধর্মান্ধরা ইসলাম ধর্মের যে ক্ষতিসাধন করিয়াছে বিধর্মীরা এবং ইসলাম ধর্মের শত্রুরা ইসলামের এই ধরণের ক্ষতিসাধন করিতে সক্ষম হয় নাই।

ধর্মের ব্যাখ্যা, অপব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া যাহারা নিজেদের ধর্মকে খন্ড বিখন্ড করিতেছে তাহারা বুঝিতেই পারিতেছে না যে ধর্মের মর্যাদাকে তাহারা কিভাবে ভুলুষ্ঠিত করিতেছে। উদাহরণস্বরূপ পবিত্র মাহে রমজানের শুরু হওয়ার দিন লইয়া কলহে লিপ্ত হইয়া কেহ বুধবার, কেহ বৃহস্পতিবার, আবার কেহ কেহ শুক্রবার রোজা রাখা শুরু করিয়াছেন। ইতিপূর্বে শবেবরাত কবে উদযাপন করা যাইবে তাহা লইয়া বাক বিতন্ডার ফলশ্রুতিতে লস এঞ্জেলেসে দুই দিন শবেবরাত উদযাপিত হইয়াছে বলিয়া একুশ-এ প্রকাশিত খবরে প্রকাশ। বাংলাদেশে দুই হইতে তিন দিনের ব্যবধানে রোজার ঈদ ও কোরবানীর ঈদ উদযাপিত হওয়া এখন স্বাভাবিক ব্যাপারে পর্যবসিত হইয়াছে।

ধর্মের খাতিরে এবং পৃথিবীর সমস্ত ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের একতাবদ্ধ রাখার স্বার্থে আমাদেরকে এই সমস্ত ক্ষুদ্র বাক বিতন্ডার উর্ধে উঠিতে হইবে। ইসলাম ধর্মের শক্তি ও সৌন্দর্য্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে মুসলমানদের একতাবদ্ধ থাকার মধ্যে এবং একই দিনে শবেবরাত, রোজা আর ঈদ উদযাপনের মধ্যে। যাহারা ধর্মের মূল শিক্ষা, সংযম, সহিষ্ণুতা, সুবুদ্ধি আর ঐক্যবদ্ধতার মূল্যবোধগুলোকে বিসর্জন দিয়া তুচ্ছ বিষয় নিয়া কলহে লিপ্ত হয় তাহারা ধর্মকে রক্ষা করে না, তাহারা ধর্মকে নষ্ট করে।

প্রতিটি ধার্মিক ও সুবুদ্ধি সম্পন্ন মুসলমানকে আজ এই পবিত্র রমজান মাসে এই সমস্ত ধর্মান্ধদের চিহ্নিত করিয়া তাহাদের নসিহত করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইবে।

আল বেদা মাহে রমজান।
ঈদ মোবারক।

রমজানের কৃচ্ছ সাধনার পর আসছে ঈদের আনন্দঘন পরিবেশ। সিয়াম সাধনায় মানুষ জীবনকে আধ্যাত্মিক, মানসিক ও দৈহিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে শেখে। ধৈর্য্য ও সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। আগামী দিন ঈদের মতো আনন্দে ভরে উঠবে এটাই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মানুষের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হবে এটাই কাম্য। প্রবাসে ছোট্ট কমিউনিটির মধ্যে পারস্পরিক কোন্দল, রেষারেষি করা থেকে বিরত থেকে কমিউনিটির কল্যাণে সৃষ্টিশীল কিছু করা উচিত যার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম উপকৃত হতে পারবে। আসুন রমজানের শিক্ষাকে নিজ জীবনে ধারণ করে সকলেই একে অপরকে বরণ করে নিই। বেশি কথা নয়, আবেগ ও অনুভূতির মাধ্যমে প্রকাশ ঘটুক ঈদের আনন্দের। ঈদ মোবারক। শত্রু হোক, মিত্র হোক সবাইকে টেলিফোনের মাধ্যমে ঈদ মোবারকবাদ জানান। ইগোকে জলাঞ্জলী দিয়ে, অপছন্দনীয়কে পছন্দনীয় তরে তুলুন। এক টুকরো হাসি দিয়ে কোলাকুলীর মাধ্যমে ভুলে যান সকল ভেদাভেদ এবং কমিউনিটির কল্যাণে সবার প্রতি সম্বোধন করে বলুন, ‘‘আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক’’। সকলের প্রতি একুশ-এর আবারও ঈদের শুভেচ্ছা রইলো।

পথে পথে আজ হাঁকিব,
ঈদ মোবারক! আস্‌সালাম!

আনন্দের এ স্রোতে ইসলামের শাশ্বত বাণী সমতা ও সাম্যের বারতা ছড়িয়ে পড়ুক সবার মধ্যে। একুশ-এর পাঠক ও শুভানুধ্যায়ী সহ সকল প্রবাসীদের জানাই ঈদ মোবারক।

ঈদের তারিখ ঘোষণা

একুশ ডেস্ক

ইসলামিক সেন্টার অব সাউদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া মক্কার সময় অনুসরণ করে ঈদ পালন করতে যাচ্ছে। অতএব আগামী ১৩ অক্টোবর, ২০০৭, শনিবার ঈদ অনুষ্ঠিত হবে। সম্ভবতঃ ৮ অক্টোবর (দিবাগত রাতে) লায়লাতুল কদর। ইসলামিক সেন্টার অব সাউদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া এখানে উল্লেখ করে বলেন, আমরা ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে রোজা বা ঈদের দিন ধার্য্য করি। শ্যাটোতে ঈদের প্রথম জামাত সকাল ৭:৩০ ২য় জামাত ৮:৩০, এল এ কনভেনশন সেন্টারে তাকবীর ৯:৩০ ও জামাত ১০:০০, ভ্যান নাইস উডলী পার্কে তাকবীর ৮:০০ ও জামাত ৮:৩০ অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া স্থানীয় মসজিদগুলিতেও ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে।

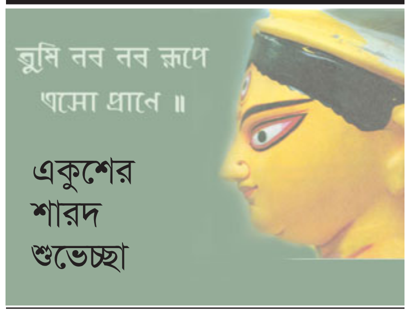

বেঙ্গলী হেরিটেজের দুর্গাপূজা সংক্রান্ত আলোচনা সভা

একুশ রিপোর্ট

আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে বেঙ্গলী হেরিটেজ অব ক্যালিফোর্ণিয়ার এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় নরম্যান্ডি ও মেলরোজের একটি মন্দিরে। সভায় সভাপতিত্ব করেন নীল কুন্ডু। আগামী ১৩, ১৪ অক্টোবর, ২০০৭ বেঙ্গলী হেরিটেজ অব ক্যালিফোর্ণিয়া পঞ্চমবারের মতো দুর্গোৎসব পালন করতে যাচ্ছে। পূজা অনুষ্ঠিত হবে লস এঞ্জেলেসের অদূরে নরওয়ার্কে।

গত শুক্রবারের এ আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন পরিতোষ মজুমদার, কৃষ্ণ মজুমদার, সমীর শর্মা, বিন্দু পাল, পিন কুন্ডু, শ্যামল নাথ, দীপক মিস্ত্রী, মণিন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রমুখ।

বেঙ্গলী এসোশিয়েশন অব সাউদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়ার উদ্যোগে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৯, ২০ ও ২১ অক্টোবর, ২০০৭ প্যাসাডিনার স্কটিশ রাইট ক্যাথিড্রাল-এ।

বাফলার সংবিধান ও নির্বাচন নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন

Bangladesh Unity Federation of LA
বা ফ লা

একুশ রিপোর্ট

গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৭, রবিবার দুপুর ২টার দিকে পরদেশ রেস্টুরেন্টে বাফলার এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিলো বাফলার অনুমোদিত সংবিধান প্রসঙ্গে মত বিনিময় ও আগামী
▶পৃ..৮